দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN 1990

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বহরপুরে গণশিক্ষার বহর

॥ মোনাজাতউদ্দিন ॥

সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের বিভিন্ন গ্রামে গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছেন। প্রতিবছর বিস্তর টাকা ব্যয় হচ্ছে এগুলোর পেছনে। উচ্চপর্যায় থেকে সরকারী মাধ্যমগুলোতে গণশিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রচার-প্রচারণাও চালানো হচ্ছে কম নয়; কিন্তু ফলাফল শূন্য।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছেন, দেশের ২৭টি উপজেলা এলাকায় প্রায় সাড়ে ১৬শ' গণশিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে,

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দেখুন)

পাবনার বহরপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিচালিত একটি 'গণশিক্ষা কেন্দ্র' যা এখন গোয়ালঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। —সংবাদ

গণশিক্ষা কেন্দ্র

(১ম পাতার পর)

যা সরাসরিভাবে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়-পরিচালিত। এই সাড়ে ১৬শ' শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে প্রায় ৮শ'টি (অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগ) বর্তমানে অচল। এগুলোতে পড়ুয়া নেই; কিন্তু প্রতিটির জন্যে শিক্ষকের বেতন বাবদ বছরে ৩৬শ' টাকা করে দেয়া হচ্ছে। দেয়া হচ্ছে বইখাতা, চক-ডাষ্টার, ব্ল্যাক বোর্ড ও অন্যান্য সরঞ্জাম। উপজেলাগুলোতে গণশিক্ষা কার্যক্রমের জন্যে আলাদা কোন কর্মকর্তা নেই। উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের এসব গণশিক্ষা কেন্দ্র তত্ত্বাবধান করবার কথা। কিন্তু শতকরা ৫০ ভাগ কেন্দ্র যেখানে অচল এবং তা সত্ত্বেও যেখানে সরকারী অর্থ বরাদ্দও ব্যয় হচ্ছে, সেখানে সহজেই অনুমেয়, তত্ত্বাবধানকাজ কেমন হচ্ছে। মন্ত্রণালয় সূত্রই স্বীকার করেছেন, অধিকাংশ উপজেলা শিক্ষা অফিসার গণশিক্ষা কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে মাসে একদিনও খোঁজ-খবর রাখেন না।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রকৃত বহর কি রকম তার প্রমাণ মিললো পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার বহরপুর গ্রামে। ঈশ্বরদী থেকে ৫।৬ মাইল পূর্বে একটি গ্রাম বহরপুর। ইউনিয়ন মুলাডুলি। প্রধান সড়ক থেকেই চোখে পড়ে বেড়াহীন একটি খড়ের ঘর। ঘরের চালে হেলে পড়েছে একটি সাইনবোর্ড, যাতে লেখা 'গণশিক্ষা কেন্দ্র, শিক্ষা মন্ত্রণালয়'।

এখানে গণশিক্ষা কার্যক্রম কেমন চলছে? সড়ক থেকে নেমে দেখা গেল, ঘরের ভেতর একটিমাত্র ভাঙ্গা বেঞ্চ ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র নেই। মেঝেতে বিছানো আছে কিছু খড়। খড়ের ওপর গোবর, গোচোনা। উৎকট দুর্গন্ধ। পাশের বাড়ীর লোকজন এখানে গরু-ছাগল রাখে, অর্থাৎ এটি এখন গোয়ালঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থানীয় লোকজন জানালেন, ৯ মাস আগে গণশিক্ষা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৫/২৬ জন বয়স্ক ও কিশোর এখানে পাঠ শুরু করে। মাসতিনেক চালু থাকবার পর শিক্ষকটি হঠাৎ অন্য একটি প্রাইমারী স্কুলে চলে যান। সেই থেকে লেখাপড়ার পাট চুকেছে। অথচ উপজেলা শিক্ষা অফিসে এই কেন্দ্রটির নামে প্রতিমাসে টাকা আসছে এবং তা তোলাও হচ্ছে।

গ্রামবাসীরা জানান, গণশিক্ষা কেন্দ্রটি চালুর ব্যাপারে তারা জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগকে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন; কিন্তু কাজ হয়নি।